স্বর্ণধারা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এ,
বিদ্যাভূষণ

বিজলী পাবলিশিঙ হাউস্
৩৬।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বিজলী পাব্লিশিং হাউস
৩৬৷১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দাম ১৲ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস
৬০ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—মানসীকে—

ঝর্ণাধারায় রঙ্‌ ফলেছে
হঠাৎ দেখি দিনের শেষে,
এলিয়ে বেণী চল্‌ল ছুটে
পাগলকরা মোহন বেশে
পথের পথিক দেখ্‌ছে চেয়ে,
পাহাড়ীদের শ্যাম্‌লী মেয়ে
তৃষ্ণা মিটায়—শীকর ছিটায়
বনহরিণীর মতন এসে।

দিনের আলো আস্‌ছে নিবে—
আয়, মানসী, আয় গো আয়
খুন্‌খারাপী রঙের নেশা
ধারায় ধারায় লুটিয়ে যায়।
বুক্‌চেরা এই ঝর্ণা-ধারে
(তোরে) মানায় কি না দেখ্‌ব না রে?
তোর হাসিতে ফুট্‌ল শোভা
দেখ্‌ব নাকো কেমন তায়?
আয়, মানসী, আয় গো আয়

১লা আষাঢ়, ১৩৪৩।
—সোমবার—


ঝর্ণাধারা

—সূচি—



ঝর্ণাধারা

আমার কবিতা

যেটুকু রাখিতে নারি হৃদয় মাঝারে মোর লুকায়ে সবারে,
সেইটুকু ছন্দে গানে সযতনে ছড়াইয়া দিই চারিধারে।
কেহ বা আদরে লয়, কেহ শুধু ভাবে মোরে, কেহ দেয় গালি,
কেহ বা থামাতে চায় বেদনার কণ্ঠ মোর করি' চতুরালি।

নিভৃত নির্জ্জন কোণে আমার কবিতা পড়ি' কেহ ভালবাসে,
কেহ বা শুনিয়া গান মনে মনে করে ঘৃণা মুখে শুধু হাসে।
আমি দেখি সবি চেয়ে, অন্তরেতে বুঝি সব—তবু গেয়ে যাই,
কি জানি কাহারে হায় হৃদয়ের ব্যথারাশি জানাবারে চাই।

বনের কলরব একদিন থেমে যাবে—থেমে যাবে গান,
সেদিন বুঝিবে নাকি আমার কবিতা মাঝে আমারি এ প্রাণ!
সেদিন কি আঁখিজলে ভাসিয়া যাবেনা মুখ মোর কল্পিতার,
সেদিন কি ভুলিবে না রুদ্ধজ্বালা প্রতি বাণী মোর কবিতার!

বুঝিতে যদি না পারে জন্মান্তরে যেন গাই এই গীত গান,
তুলে দিও ধীরে ধীরে মোর করে সযতনে ত্যক্ত বীণাখান।
আমারি রচিত সুর সকলি পড়িবে মনে মৃত্যু পরপারে,
এমনি গাহিয়া যাব ছন্দে সুরে শত গান বিশ্বের মাঝারে।

অক্ষমতা

মনের বীণায় যে সুর বাজে গো,
পারিনি তাহারে ফুটাতে আজ ;
হৃদয়বৃন্তে যে ফুল ফুটে গো,
পারিনি দানিতে তাহাতে সাজ ।

যে কথা বলিতে পরাণ চাহে গো,
পারিনি দানিতে তাহাতে বাণী ;
যাহারে হৃদয় চাহিছে সতত
পারিনি তাহারে সাজাতে রাণী ।

চাঁদের কিরণে নদীর সুতানে
যে কথা শিখেছি জীবন ধ'রে,
বাণীর বিহনে সে কথা আজিকে
জানাই সবারে কেমন করে !

অন্তরে মোর উঠেছে লহরী,
হৃদয়ে আমার উঠেছে ঢেউ ;
আপন আবেগে পারিনা বুঝাতে,
আপন গরজে বুঝে না কেউ ।

গগনে আমার ফুটেছে যে তারা
পারিনা তাহারে দেখাতে সবে ;
রাতের আঁধারে জ্বলে নিভে যায়
এ জ্বালা পরাণে ভুলিব কবে !

প্রেমেতে আমার যাহারে বেঁধেছি
কেমন করিয়া দেখাই তারে ;
আজো যে পারিনি ফুটাতে সে মুখ
আমার আঁখির বরষাধারে।

অক্ষম আমি সকলে জেনো গো,
পারিনি বলিতে মনের কথা ;
নির্জ্জনে তাই বসে বসে কাঁদি—
নির্জ্জনে তাই ছড়াই ব্যথা।

ধুতুরার প্রতি

নেয় নিক কেহ তোরে—অভিমানে কাঁদিয়া
সেধেছিলি কারে তুই নিশিদিন জাগিয়া।
শঙ্কর তাই আসি'
নিল তোরে ভালবাসি';
নীরবেতে ধরাবাসী রহিল যে চাহিয়া।

কাননের বেলফুল, মল্লিকা, কেতকী,
তোর মত গরবেতে টলে ঢলে যেত কি?
অনাদরে আঁখিজল
ফেলে নাই অবিরল;
তোর মত ভুলে তারা সেধেছিল এত কি?

স্বর্গের দেবতারা তোরে ভালবাসিতে
আসে নাই তোর কাছে তোর ব্যথা নাশিতে
তোর ফুল বিষময়,
তাই মনে ছিল ভয়;
চুমে নাই তোরে তাই মুখভরা হাসিতে।

আঁখিধারা ধুয়ে দিল তোর শত মলারে,
তাই তোরে তুলে নিল আদরেতে ভোলারে;
বিষ হল সুধা আজ;
লাঞ্ছনা ঘৃণা লাজ
সকলের ঘরে ঘরে রহিল যে তোলারে।

তুরা যে বনফুল সেই হল গরবী ;
হিংসায় জ্বলে পুড়ে কেঁদে মল করবী ;
টগরের হল ব্যথা,
কদমের জাগে কথা ;
পেল না ত এত প্রেম হল শুধু সুরভি,
যে বনফুল সেই হল গরবী।

প্রথম বরষায়

আজি প্রথম বরষা,
ধরণী আজিকে বাদল ধারায়
হ'লরে সরসা।
গগনে মাদল বাজছে সঘনে,
মেঘের কাজল পরিয়া নয়নে
আকাশ গলিয়া ঝরিয়া পড়ে যে—
নাহিক ভরসা ;
আজি প্রথম বরষা।

আজি কুসুম কাননে
কে ছড়াল জলধারা ধীরে ধীরে
ফুলের আননে।
কদম উঠিল বাদলে শিহরি',
ময়ূর পেখম খুলেছে আমরি,
যুঁথীর সুবাস টলিয়া টলিয়া
নাচিছে পবনে ;
আজি কুসুম কাননে।

আজি বিজলী ঝলকে
বাদলের গীতি গাহিছে কে যেন
আকুল পুলকে।
ধরণী ফুলিয়া চাহে যে উঠিতে,
গগন ঝরিয়া চাহে যে লুটিতে ;

মিলন বাঁধন আজিকে দোঁহার
কেবল চমকে ;
আজি বিজলী ঝলকে।

আজি ব্যাকুল হরষে
বিরহীর হিয়া কণ্টকি' উঠে
বাদল পরশে ;
কোন্ বিরহিণী ব'সে বাতায়নে,
মিলনের গীতি গাহে মনে মনে ;
মিশে যাক্ মোর অন্তর সেথা
যুগল রভসে ;
আজি ব্যাকুল হরষে।

ফুলের নূপুর বাজে

আমার মায়ের কমল পায়ে ফুলের নূপুর বাজে,
শুন্‌তে তোরা পাস্‌না বলে তর্ক তুলিস্‌ বাজে ;
নূপুরধ্বনি শুন্‌তে যদি
ইচ্ছা থাকে নিরবধি,
প্রাণ দিয়ে সব শোন্‌রে ব'সে মনের কুঞ্জমাঝে ;
আমার মায়ের কমল পায়ে ফুলের নূপুর বাজে।

বাতাস শুনে ঘুমিয়ে পড়ে, কোকিল মৌন মূক,
অলির গানে স্থর জাগে না—জগৎ ভোলা সুখ ;
চাঁদের হাসি উছ্‌লে পড়ে,
চাপ্‌বে বল কেমন ক'রে—
সৃষ্টিধরের ভুল হয়ে যায় বিশ্বসৃজন কাজে,
আমার মায়ের কমল পায়ে ফুলের নূপুর বাজে।

আঁধার সে যে থম্‌কে দাঁড়ায় কাজল অমারাতে,
যোগীর ধ্যানে চমক লাগে শুন্‌লে ধ্বনি তাতে ;
তারার আলো চল্‌কে নামে
অমারাতের প্রতি যামে ;
গ্রহে গ্রহে সেই ধ্বনিতে সুখের বেদন রাজে ;
আমার মায়ের কমল পায়ে ফুলের নূপুর বাজে।

পাগল ভোলা পাগল হ'ল সেই ধ্বনিতে যে গো,
উদাস হয়ে লুটিয়ে প'ল ওই চরণে সে গো ;
ঢুলু ঢুলু আঁখির তারা
তালে তালে দিচ্ছে সাড়া ;—
আপন নাটে আপ্‌নি নাচে রয়না সরম লাজে ;
আমার মায়ের কমল পায়ে ফুলের নূপুর বাজে।

অপ্রকাশিত কথায়

ফুলের যত মনের কথা ফুল পারে না কইতে,
আধেক কথা প্রকাশ করে আধেক থাকে বইতে।
মৌমাছি ওই আধেক শুনে পাগল হয়ে যায় রে,
সকল কথা শুন্‌লে পরে করত কি সে হায় রে!

কুলু কুলু গানের ভাণে নদী সকল কয় না,
গোপন কথা লুকিয়ে রাখে সৈকতে তা রয় না।
যেটুক পেল শুন্‌তে কথা তাইতে দুকূল মত্ত,
সকল কথা শুন্‌ত যদি থাক্‌ত কি তার স্বত্ব।

বনের পাখী প্রাণের কথা সকল কি গো কইবে,
বনের বীণার তারে তারে সব কথা কি রইবে।
পাখীর গানের যেটুক বাণী শুন্‌তে কানন পায় রে,
সংজ্ঞাহারা তাতেই থাকে উছ্‌লে বাকী যায় রে।

আমার কথা তেম্‌নি ওরে আমার সকল কর্ম্মে,
আধেক আমি বল্‌তে পারি আধেক থাকে মর্ম্মে।
আধেক আমার কণ্ঠে থাকে, আধেক থাকে চক্ষে,
নয়নজলে আধেক থাকে, আধেক থাকে বক্ষে।

আমার আগমন

আমি বহুদিন মেঘপথে ছিনু
বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া হায় ;
পুষ্কর হতে কালো মেঘ এল
পুলকে মিশিয়া গেলাম তায়।

বজ্র আলোকে করিনু ভ্রমণ
ভালবাসা হ'ল বজ্রসাথে ;
চিকুড়ে চিকুড়ে কোলাকুলি করি'
সুন্দর হনু আমি গো তাতে।

বরষার রাতে নেমে এসেছিনু
শ্রাবণ ধারার অশ্রু বেয়ে ;
পৃথিবীর মাটী পুলকিত হ'ল
নির্ম্মল পূত আমারে পেয়ে।

বহুদিন ছিনু মেদিনীর নীচে
রসে রসে তার জাগিল প্রীতি ;
অনুভূতি মোর উপজিল শেষে,
শিখিনু কত না মাটির রীতি।

তারপর দেখি ফুটিয়া উঠিনু
কুসুমের বুকে হলাম রেণু ;
বাতাস আসিয়া শুনাতে লাগিল
বাজায়ে তাহার মোহন বেণু।

সৌরভে মূক ছিনু বহুদিন
পুলকে ছিলাম আত্মহারা ;
গুঞ্জনে অলি নিয়ে গেল মোরে
ভাঙিয়া মোহন ফুলের কারা।

মধুর চক্রে মধু হয়ে গেনু
শুনিনু কত না মধুপগান ;
প্রেমেতে তরল হইতে শিখিনু
জগৎ মাতাতে শিখিল প্রাণ।

তারপর এনু মানবের ঘরে
মানব আমারে করিল পান ;
মানবদেহের শোণিতে শোণিতে
ঘুরিনু গো নিশি দিবসমান।

তারপর একা সুন্দর প্রাতে
নয়ন মেলিনু জগতে আসি' ;
পূরবে অরুণ চিনিল আমায়,
থাকিতে নারিল উঠিল হাসি'।

তাইত আমারে চেয়ে চেয়ে দেখে
নীলাকাশ হ'তে মেঘের মালা ;
বজ্র আমারে চিকুড়ে চিকুড়ে
তাইত তেমনি করিছে আলা।

শ্রাবণের ধারা গায়ে এসে পড়ে
সে যেন জাগায় পূরব স্মৃতি ;
চমকিয়া তাই চেয়ে চেয়ে দেখি,
বুঝিতে পারি না তাহার প্রীতি।

ধরণীর বুকে শিহরণ খেলে
যখনি যেথায় চলিয়া যাই ;
কুসুমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে
আমারে নয়নে দেখিয়া তাই।

গুঞ্জন তুলি' অলি চলে যায়
শুনায়ে শুনায়ে আমারে গান ;
মধুর গন্ধে নেচে ওঠে তাই
অন্তর হিয়া এ মন প্রাণ।

মানব জগতে বাঁচিয়া রয়েছি
মানবের ভাষা হয়েছে মোর ;
ভালবাসা আছে যাহাদের সনে
রহিবে সে ভাব জীবন ভোর।

ভূমিকম্পে

(১লা মাঘ সন ১৩৪০ সোমবার ভারতবর্ষে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয় সেই উপলক্ষে।)

এতদিনে জেগেছে মেদিনী,
লক্ষকোটি পদাঘাতে এতদিনে জেগেছে নাগিনী।
জেগেছে ভারত দেখি না ফেলিতে নয়ন পলক,
মহাপাপে অত্যাচারে বাসুকীর নড়েছে টনক।
কেঁপেছে হিমাদ্রিশির চির শুভ্র তুষার কিরীটী,
সহসা বিশ্বের পানে রুদ্রনেত্রে চেয়েছে ধূর্জ্জটি।
তাণ্ডবে নেচেছে গঙ্গা কল কল করতালি দিয়া;
সে তালে ঠুকিতে তাল দিবালোকে দীর্ণ ধরাহিয়া।

কেন কাঁপে বিশাল ধরণী,
কেন নাচে পাতালেতে মহারোষে অগণিত ফণী?
কেন ফাটে পাষাণের দৃঢ় বক্ষ এতদিন পরে,
কেন পঙ্ক, বালু, জল পৃথিবীর কণ্ঠ চেপে ধরে?
বিহার শ্মশান কেন একদিনে হল তোরা বল্,
মুহূর্ত্তে প্রলয়লীলা কেন টানে এত অশ্রুজল?
ভূমিকম্প নহে মূল ভেবে দেখ্ অবোধ অজ্ঞান;
চিররম্য ভারতের মৃত্তিকায় কাঁদে কার প্রাণ।

কেবা নারে সহিতে অন্তরে
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, জ্বালা পদাঘাত বুকের পঞ্জরে।
কেবা চায় মুক্ত হতে চূর্ণ করি' পাষাণের কারা;
কেবা সেথা অপমানে ধীরে ধীরে ফেলে আঁখিধারা!

রুদ্ধ ব্যথা এতদিন ছিল কার লুকায়ে অতলে ;
ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে কেবা ছড়াইল সে-জ্বালা গরলে !
স্ফীতবক্ষে কে জানা'ল কাঁপাইয়া বিশ্ববাসী জনে,
'মৃত্তিকার কারাগারে বন্দী রহি সজল নয়নে'।

পার নাই বুঝিতে সে সব ?
রজনীতে শুন নাই দুর্ভাগীর রুদ্ধ কলরব ?
সুখসুপ্ত প্রেয়সীরে বুকে লয়ে ছিলে ত শয়নে ;
কেমনে বুঝিবে বল জ্বলিতেছে কেবা সে যাতনে ?
মোহনিদ্রা ঘুচে নাই—ঘুচিবে না তাহা কোন কালে ;
তাই মাতা দোলা দিল অকৃতজ্ঞ সন্তানের পালে।
সে দোল সহিল নারে—মহানিদ্রা জাগ্রত না হ'তে
সবারে ধরিল কোলে ধাত্রীরূপে এ মর মরতে।

এতদিনে বুঝেছে জননী,
নিজ মান রক্ষা হেতু তাই হেরি উদ্যত ধমনী।
পুত্রমুখ পানে হায় চেয়ে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
তাই সাড়া দিল নিজে অভাগিনী আঁধার-মগনা।
নেপাল কাঁপিল ডরে, হিমাদ্রির তুষার উষ্ণীষ
মাতৃরোষ-বহ্নিপদে গড়াইয়া করিল কুর্ণিশ।
মুঙ্গের শ্মশান হল, বিহারেতে ধ্বংসের বিহার,—
ভূমিকম্প নহে ইহা এ ত নহে কালের প্রহার।

কিংবা বুঝি জন্মিল মুরারি
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান চারিধারে নয়নে নেহারি'।
বুঝি কোন্ শক্তি এল চির দৃঢ় কংস-কারাগারে,
সহিতে নারিল ধরা তাই কাঁপি' উঠে বারে বারে।

মধ্যাহ্নে প্রখর রবি ; চুপে চুপে এল কে দেবতা ;
দিকে দিকে তাই কিরে বিঘোষিল সকম্প বারতা ?
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুর্ভুজে করিয়া ধারণ,
নাশিতে ধরার ভার তুমি কিগো এলে নারায়ণ ?

জেগে ওঠ দলিতা ধরণি,
মৃতকল্প পুত্রদলে চেপে ধর বুকেতে জননি।
শ্লথবেণী বিবসনা রণরঙ্গে নেচে চল শ্যামা ;
উন্মুক্ত কৃপাণ করে বিশ্বমাঝে ধেয়ে চল বামা।
শঙ্কর ডম্বরু ধরি' রুদ্রতালে নাচাক তোমায়,
রঞ্জিত করুক ফণী দংশি' দেহ গরল-আভায়।
ভীত ত্রস্ত পঙ্গুজীব মহাপাপী যাক্ রসাতলে ;
ভূমিকম্পে ভস্ম হ'ক পূর্ণ বিশ্ব জ্বলন্ত অনলে।
যতক্ষণ বেঁচে থাকি দেখা মাগো নব জাগরণ,
দৃশ্য হেরি' তৃপ্ত হোক মন।

গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর

গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর,
থামিয়া গেছে গীতি যমুনার ;
কদম তরুমূলে আসে না কেহ ভুলে,
আঁধারে ভ'রে গেছে চারিধার ;
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

গোপীর হিয়া উঠে না চমকি',
যমুনাজলে চাহে না থমকি' ;
গাগরী-ভরা-ছলে কেহ না ব্রজে চলে,
গুমরি' কোথা করে হাহাকার ;
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

শ্যামের প্রিয়া কোথা ব্রজরাণী,
লুকাল কোথা তার প্রেমবাণী ?
কাঁকন-কন-কন নূপুর-রণ-ঝন
থামিয়া গেছে আজিকে সবার ;
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

রাখালী ছেলে মাঠে নাহি
গোঠেতে ধেনু তেমন না চায় ;
নবনী ভারে ভারে দেখি না কোথা হা রে !
সকলে যেন বহে ব্যথাভার ;
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

তেমন করি' ফুটে নাক ফুল,
নীরব হেরি যমুনারি কূল ;
দখিন সমীরণে তেমন শিহরণে
নাচে না শিখী মেলি' পাখা তার ;
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

চাঁদিনী রাতে দোলে না ঝুলন,
রাসের দিনে নাহি সে মিলন ;
কি হল ব্রজভূমে আছে কি শ্যাম ঘুমে ?
ভাঙাবে বল কে বা ঘুম তার ?
গোকুলে বাঁশী বাজে নাক আর।

সে যদি হ'ত

সে যদি হ'ত কুসুমকলি হায়,
নয়নধারা ঢালিয়া দিন যামী
মোহন করি' তাহারে ফুটাতাম—
সকল ব্যথা অমনি যেত থামি'।

সে যদি হ'ত দখিন সমীরণ,
পরশ লভি' উঠিত শিহরিয়া ;
কোকিল সম কূজিত সুগোপনে
পুলকে মাতি' আমার জড় হিয়া।

সে যদি হ'ত আকাশে মেঘরাজি,
তাহারে হেরি' মেলিয়া নীল পাখা
ময়ূরসম নাচিয়া বেড়াতাম
আপনা ভুলি' আবেশে মধুমাখা।

সে যদি হ'ত চাঁদের জোছনা গো,
লুটায়ে ধরা দিতাম গড়াগড়ি ;
ধূলায় মাখি' চাহিত হৃদি মোর
জোছনাটুকু রাখিতে বুকে ধরি'।

সে যদি শুধু যমুনা হ'ত হায়—
শ্যামল তীরে খুলিয়া বাসখানি
তাহার জলে ডুবিয়া মরিতাম
বুকের মাঝে লহরী মালা টানি'।

জগৎ আজো নীরব হ'ল না

জগৎ আজো' নীরব হ'ল না,
তাইত আমার মনের মাঝে জাগ্‌ল বেদনা ;
ভেবেছিনু বল্‌ব কথা,
থাম্‌লে সবার কাতরতা—
মুখ বুজিয়ে তাইত ছিনু লুকিয়ে চেতনা ;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না !

এঁচেছিনু থাম্‌লে নদীর গান,
গলা ছেড়ে গাইব বসে মাতিয়ে সবার প্রাণ ;
নদী আজও গেয়েই চলে,
জানি না সে কী যে বলে ;
আমার মনে রইল শুধু উতল বাসনা ;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না !

বনের পাখী শূন্যে উড়ে
বল্‌ছে কত আবল তাবল এদিক ওদিক কেবল ঘুরে ;
হ'ল না সে কণ্ঠহারা,
আমি যে গো হলাম সারা ;
আমার কথা রইল বুকে জাগিয়ে যাতনা ;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না !

ফুলের কলি, গাছের পাতা
আপন মনে বল্‌ছে শুনি আস্‌ছে মুখে তাদের যা' তা';
বাতাস বলে তাহার বাণী,
অর্থ তাহার কিছু না জানি—
আমার কথা বল্‌ব কবে ফল্‌বে সাধনা;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না!

রাতের আঁধার, দিনের আলো—
তাদের কথা শুনে শুনে লোকে কত বল্‌ছে ভালো;
কণ্ঠে নিয়ে প্রাণের গীতি,
সভার মাঝে বস্‌ছি নিতি;
পাই না সুযোগ হয় না গো মোর সুরের সাধনা;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না!

সবাই যে গো এম্‌নি ক'রে
আকাশ বাতাস সাগর ভুবন কোলাহলে তুল্‌ছে ভ'রে;
আমি ভাবি থাম্‌লে সবে,
গাওনা আমার সুরু হবে—
বীণা হাতে রইনু বসে—বিফল কামনা;
জগৎ আজো' নীরব হ'ল না!

তুমি আমার

তুমি আমার বোশেখ মাসে রোদের ফাঁকে হাল্‌কা হাওয়া,
তুমি আমার চাঁদ্‌নী রাতে গঙ্গাবুকে পান্‌সী বাওয়া।
তুমি আমার বাদল দিনে কাজল নভে মাদল গান,
তুমি আমার সজল বায়ে চুম্‌কি হেনে মাতাও প্রাণ।
তুমি আমার শরৎকালে সবুজ ক্ষেতে ধানের ঢেউ,
তোমার মতন আমার আপন এই মরতে নেইক কেউ।

তুমি আমার শীতের দিনে মিষ্টি মধুর রোদের পরশ,
তুমি আমার বক্ষে নিতি জড়িয়ে থাকা প্রাণের হরষ।
তুমি আমার ফাগুনমাসে দখিন বায়ে কোকিল গান,
তুমি আমার আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ধর উজল প্রাণ।
তুমি আমার আঁধার রাতে নীল সায়রে ছোট্ট তারা,
তুমি আমার জোছ্‌না রাতে চকোর পাখীর স্পষ্ট সাড়া।

তুমি আমার অঙ্গনেতে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের হাসি,
তুমি আমার বাসর ঘরে আমোদ করা ফুলের রাশি।
তুমি আমার শিউলি ঝোপে মানিয়ে থাকা জোনাই আলা,
তুমি আমার তুল্‌সীমূলে সন্ধ্যাবেলা প্রদীপজ্বালা।
তুমি আমার হাস্‌নাহানা গোলাপমুখে অলির চুম,
তুমি আমার প্রিয়ার কোলে পাগলকরা মাতাল ঘুম।

তুমি আমার প্রথম চুমো বধূর রাঙা কোমল গালে,
তুমি আমার প্রথম বাণী লজ্জানত প্রেমের কালে।
তুমি আমার বেল চামেলী গন্ধরাজের গন্ধ গো,
তুমি আমার কবির মুখে আকুল করা ছন্দ গো

তুমি আমার এলিয়ে পড়া প্রিয়ার সুনীল বসনখানি,
তুমি আমার বাঁশীর স্বরে চমকে-ওঠা ব্রজের রাণী।

তুমি আমার মিষ্টি মুখের তুষ্ট করা দুষ্ট হাসি,
তুমি আমার বৃন্দাবনের প্রাণ মাতানো কালার বাঁশী।
তুমি আমার অতল দীঘির বিমল কূলে সচল জল,
তুমি আমার তাইতে যেগো সাঁতরে-যাওয়া কাত্‌লা চিতল।
তুমি আমার চিতার আগুন লক্ষ শিখায় ধরবে জানি,
জীবন নদীর কূলে যেদিন তোমার সাথে মিশ্‌ব, রাণি।

ভাঙা ঘাট

আমি যে গো ভাঙা ঘাট,
পাঁজরে পাঁজরে এখন আমার ধরেছে জটিল ফাট।
সিঁড়িগুলো সব ভেঙে পড়ে গেছে সুষমা তাহার নাই,
এপাশে আমার ফেলে হাঁড়িকুঁড়ি ওপাশে ছড়ায় ছাই।
একদিন ছিল শ্যাম বটছায়ে আমার বুকেতে আসি',
রাখাল বালক মাঠিয়ালি সুরে কেবলি বাজাত বাঁশী।

একদিন ছিল পল্লীবধূর চপল চরণঘায়,
মূর্চ্ছনা মোর জাগিত হৃদয়ে পুলকিত বেদনায়।
একদিন ছিল গ্রামের জনতা জমিত আমার বুকে,
পালে পার্ব্বণে হ'ত কোলাহল কত না মধুর সুখে।
মনে আছে কত হ'ত পরিহাস রসিকা বধূরে লয়ে,
মনে আছে কত বালিকা ব্রতের ছড়াপাঠ গেছে হ'য়ে।

দশমী দিবসে মনে আছে হেথা ভাসায়ে প্রতিমা মার,
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মুছেছে অশ্রুধার।
মনে আছে সেই ঘোষেদের মেয়ে যেদিন বিধবা হ'ল,
এই ঘাটে এসে শাঁখা বালা খুলে কেঁদে কেঁদে কত ম'ল।
আমার মাটিতে সিন্দূর মুছি' বিধুরা হইল শোকে,
মনে আছে ওগো—মনে আছে তারে বুঝাল কত না লোকে।

তারপর একা কতদিন এসে কেঁদে কেঁদে গেছে হেথা,
তারি সাথে হায় কত না কেঁদেছি ভুলিতে পারিনি ব্যথা।

মনে আছে ওগো মনে আছে সব সেদিন গিয়াছে চলি',
মনে হয় আজ একে একে যত গোড়া থেকে খুলে বলি।
কোথা গেল তারা কোথা গেল সেই অশ্রু-হাসির খেলা,
কালের প্রহারে ধীরে ধীরে হেরি ভেঙে গেল শত মেলা।

শ্মশান ছিল না নিকটে আমার এখন হয়েছে ওই,
চিতানল যবে জ্বলে ওঠে সেথা আন্‌মনে চেয়ে রই।
শবদাহ ক'রে শবদাহকারী এখন নিয়ত আসে,
আমার এ বুক ভরিয়া ওঠে গো তাদের দীর্ঘশ্বাসে।
অতীতের স্মৃতি আছে বুকে বাঁধা অতীতের খেলা নাই,
অনাদরে মাখা ভাঙা ঘাট আমি আদরে পড়েছে ছাই।

কাল বৈশাখীর ঝড়

কাল বৈশাখীর ঝড় হের ওই নেমেছে ধরায়,
গুরু গুরু মেঘরবে রুদ্রশঙ্খ কেবলি বাজায়।
এলায়ে পড়েছে তার মহাহর্ষে জটাজুটজাল,
বিদ্যুৎ-বহ্নিতে ওই শোভিয়াছে ধূসর কপাল।

আনিয়াছে মন্ত্রবাণী জাগাবারে মূর্চ্ছিতা ধরণী
কমণ্ডলু-জলধারা মুখে তার সিঞ্চিছে দেখনি ?
মুগ্ধা পৃথ্বী এতদিনে কমবক্ষে ধরিয়াছে আশা,
আঁখি মেলি' চেয়ে দেখে জাগাইতে এসেছে দুর্ব্বাসা।

ঢেকে দেছে সূর্য্যমুখ হোমাগ্নির ঘনকৃষ্ণ ধূমে,
চঞ্চল সাগর বক্ষ মহাগর্ব্বে তারি পদ চুমে।
উন্মত্তা প্রকৃতি হের সাজিয়াছে কালী করালিনী ;
সাক্ষ্য করি তারে আজ দীক্ষা লবে প্রথম মেদিনী।

ধরণীর শিশু আমি, রুদ্রকল্প হে সাধু সন্ন্যাসী,
আমারে কি দিলে তুমি বৈশাখের ঝড়েতে প্রকাশি' ?
আশীর্ব্বাদ মাগি শুধু, মোর শিরে ঝড়ের চামর
বারেক বুলায়ে দাও—জাগরণে নাচুক অন্তর।

ব্যথার পাথারে

আমারে আজি ডুবায়ে দেহ
আমার আঁখিজলে,
দেখিব সেথা কি ধন আছে
ব্যথার নদীতলে।

মাণিক যদি কুড়াতে পারি
কুড়াব একা সেথা,
কাহারে সাথে নিব না আমি
ক'ব না কারে কথা।

লেগেছে ভাল মনেতে আজি
ব্যথার কলতান,
শুনিনি কভু জীবনে মম
এমন মধু গান।

কে যেন সেথা লুকায়ে থাকি'
বাজায় মৃদু বাঁশী,
কাহারে যেন সেখানে সদা
প্রাণেতে ভালবাসি।

কাহারে যেন খুঁজিয়া মরি
জনম হ'তে মোর,
কাহারে যেন লভিব সেথা
মথিয়া আঁখিলোর।

রাধার হৃদি হউক মম
সাগর হ'ক ব্যথা,
শ্যামের তরে যেন গো আজি
ডুবিয়া মরি সেথা।

নয়ন জলে কি সুখ আছে
বুঝেছি আজি প্রিয়,
আমারে তাতে ডুবায়ে দেহ
প্রাণেশ পূজনীয়।

নাম বিনিময়

অনেক লোকে অনেক করে
অনেক রূপে হৃদয় বিনিময়,
সেটুক যেন হয় গো মনে
শুনিয়ে কথা হচ্ছে অভিনয়।

নতুন কিছু করতে চাই—
ভালবাসার নতুন কলতান ;
সবার পথে চল্‌ব নাক,
সবার গাওয়া গাইব নাক গান।

আঙ্‌টি বদল নয়ক প্রিয়ে,
দেখিয়ে হাসি নয়ক চুমো চুরি ;
বাহুলতায় জড়িয়ে গলা
বল্‌ব নাক—'তুমিই প্রাণেশ্বরী'।

আজ্‌কে যেটুক তোমায় দোব
ফিরিয়ে সেটুক নিচ্ছি নাক জেনো ;
অদল বদল কর্‌ব যেটুক
বন ভ'রে সত্য সেটুক মেনো।

আমার এ নাম তোমায় দিনু,
তোমার নামটি আমায় দিও প্রিয়ে ;
নাম বিনিময় করতে হ'ল
শুধু প্রণয় চল্‌ছে নাক নিয়ে।

আজ্‌কে থেকে বদ্‌লে যাব
নামটি দিয়ে এমন সঙ্গোপনে ;
তুমি প্রিয়ে সাজ্‌বে পুরুষ—
সাজ্‌ব নারী তোমার আলিঙ্গনে।

মরুর জ্বালা

জ্বলে গেল বুক, (ওগো) জ্বলে গেল বুক
হৃদয় দহনে ফাটিছে যে গো ;
বিন্দুবারির বিহনে আমায়
তৃষ্ণার জ্বালা দিয়েছে কে গো ।

সকল অঙ্গে ছড়ায়ে রেখেছে
তপ্ত বালুর অযুত কণা,
কার অভিশাপ দংশিছে যেন
নিত্য নিয়ত লক্ষ ফণা ।

করবল্লমে সূর্য্য বেঁধে গো
ছড়ায় অনল উর্দ্ধ হ'তে,
আমি যেন তার প্রধান বৈরী
পাব নাক ত্রাণ কোনও মতে ।

জ্বলিতে জ্বলিতে দহন আমার
হবে নাক হায় এমন সাজা,
মরিতে মরিতে হবে না মরণ
জীবন পাবনা তেমন তাজা

দীর্ঘনিশাসে যেটুকু যাতনা
রহিয়া রহিয়া করি গো বার,
আমারি বুকের উপরে রহে তা'
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিটি ধার ।

প্রান্তরে মোর কোথা কিছু নাই—
যেদিকে তাকাই কেবলি ধু ধু,
আমার শ্মশানে আমি দেখি নিতি
আমার চিতাটি জ্বলিছে শুধু।

ছলনায় রবি তথাপি কাঁদায়
অদূরে দেখায়ে জলের ধারা,
তৃষিত কণ্ঠে ছুটে যাই সেথা
পাই নাত বারি তৃষ্ণাহারা,

দেখি চেয়ে চেয়ে—সৌর কিরণ
হাসিছে তখন জলের ভাণে,
আমারে শুনায়ে কভু বা সে গায়
পরাণ ফাটান বাদল গানে।

নীরবে সহিয়া থাকি এ বেদনা
বরষার ধারা গোপনে মাগি,
নীলনভোগায়ে দেখি চেয়ে মেঘ
দেখা দিল কিনা আমার লাগি'

জলদকান্তি যখন হেরি গো
আশায় এ বুক ফুলিয়া ওঠে,
তৃষিত নয়ন-পিছনে আমার
বঞ্চিত হৃদি কেবলি ছোটে।

তারপর ওগো কেটে যায় রঙ্
বাদল হাওয়ার পরশ দিয়া,
সূর্য্য তখন নিঠুর হাস্যে
ছড়ায় চূর্ণ গরল নিয়া।

অপমানে মুখ নত করে রাখি
গঞ্জনা লই সকলি মাথে,
গুমরি' গুমরি' কেবলি মরি গো
লাঞ্ছিত হেয় জীবন সাথে।

আদর সোহাগ কিছু নাহি পাই
আসে নাক কেউ আমার বুকে,
আমি মরুভূমি রয়েছি পড়িয়া
বিশ্বের ঘৃণা লভিয়া দুখে।

বিন্দুবারির আশায় আশায়
দিবস যামিনী কাটিছে মোর,
তৃষ্ণার জ্বালা ভুলি নাই, ওগো,
নেভে নাই আজো দহন ঘোর।

অন্তরে জ্বলি বাহিরেতে জ্বলি
আমারে এমন জ্বালায় কে গো,
সকল দুখের অবসান ক'রে
আমার জ্বলন থামায়ে দে গো

জ্বলে গেল বুক, (ওগো) জ্বলে গেল বুক,
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায় ;
বদ্ধ নির্ঝর কোথা' কে আছিস্
আমার বুকেতে নামিয়া আয়।

তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে

তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে,
তেমন করে বুকের কাছে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে !
আমি তোমায় বাস্‌বো ভালো,
অগোচরে জ্বাল্‌বো আলো—
সেই আলোতে দেখ্‌বো এ মুখ
নাইবা কাছে থাক্‌লে !
তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে।

তুমি নাইবা কথা শুন্‌লে,
আড়াল দিয়ে এড়িয়ে চলে
নাইবা কাছে আস্‌লে ;
মন চেয়েছে গাইতে গীতি,
আপন সুরে গাইব নিতি—
তোমার নামে গাঁথব মালা
গানটি আমার থাম্‌লে ;
তুমিনাইবা ভালবাস্‌লে।

তুমি নাইবা খবর রাখ্‌লে,
কাজের ফাঁকে একটুখানি
নাইবা আমায় ভাব্‌লে ;
হাওয়ায় তোমার পুছ্‌ব বাণী,
অন্তরেতে দেখ্‌ব, রাণি,

মনের দোলায় দোল দোব গো—
তোমার ঝুলন নাম্‌লে ;
তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে।

তুমি নাইবা আমায় দেখ্‌লে,
আমার বারে বারে ভিক্ষা মাগা
নাইবা কাণে তুল্‌লে ;
রিক্ত ঝুলি ভর্‌ব না ত,
এম্‌নি খালি রাখ্‌ব তা'ত—
এম্‌নি বুকে জড়িয়ে ন'ব
চরণআঘাত লাগ্‌লে ;
তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে।

তুমি নাইবা আদর কর্‌লে,
অভিমানের অশ্রুজলে
আমার আঁখি ভর্‌লে,
নাইবা আদর কর্‌লে।
তোমার ধ্যানে, তোমার গানে,
থাক্‌ব আমি বিভোর প্রাণে ;
নিদ্‌স্বপনে কাঁদ্‌ব বসে
তোমার স্বপন ভাঙ্‌লে ;
তুমি নাইবা ভালবাস্‌লে।

কবে ?

আমার আঁখিজল
তোমার আঁখিজলে
মিশিবে কবে বল
মোহন প্রেমছলে।

আমার ভাগীরথী
তোমার যমুনাগো,
মিশিয়া যাবে কবে—
লভিব করুণাগো।

আমার বাহুলতা
তোমার বাহুপাশে,
লতায়ে যাবে কবে
প্রণয়-প্রীতিআশে।

আমার বাঁকা দিঠি
তোমার দিঠি মাঝে
বাঁধিয়া যাবে কবে
আপন-ভোলা লাজে।

আমার মধুবাণী
তোমার বাণী সাথে,
জড়ায়ে যাবে কবে
ব্যাকুল বেদনাতে।

আমার হৃদিতল
তোমার হৃদিতলে,
মিলিয়া কবে হ'বে
পূরণ প্রতিপলে।

আমার যাহা কিছু
তোমার সকলেতে
বিলয় কবে পাবে
এ পথে যেতে যেতে!

আমি হব

আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের বাঁশীরে,
শ্যামকর-পরশন বড় ভালবাসিরে ;
আমার সে বেণুরবে
গোকুলেতে প্রেম ব'বে,
মধুগীতি গাবে সবে ছুটি' ছুটি' আসিরে ;
আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের বাঁশীরে।

আমি হব কৃষ্ণের শিঞ্জিনী চরণে,
শ্যামপদ মুখরিব রিনি ঝি নিগমনে ;
আমার সে ধ্বনি শুনি'
সচকিবে ঋষি মুনি,
ঝর ঝর প্রেমধারা ঝরিবে দুনয়নে ;
আমি হব পরলোকে শিঞ্জিনী চরণে।

আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের মালারে,
দিবারাতি শ্যামহৃদি করিব গো আলারে,
আমারি সে সৌরভে,
দিক্ ভরি' গৌরবে
নেচে নেচে যাবে সবে যত গোপবালারে ;
আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের মালারে।

আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের যমুনা,
শ্যামতট-বিহারিণী প্রবাহিত বরুণা ;
আমার সে নীলজলে,
প্রেমকেলি হবে ছলে,
শ্যামতনু ধরি' বলে বুকে লব করুণা ;
আমি হব পরলোকে কৃষ্ণের যমুনা।

মূর্খতা

মরণ জীবনে টানে জীবন বুঝে না তাহা হায়,
প্রতি পলে তাই কাঁপি' মরণেরে ঠেলিবারে চায়।
রবির কিরণ দেখি চায় সদা ছায়ারে চুমিতে,
ছায়া তাহা বোঝে নাক তরুপাশে ধায় লুকাইতে।

রাহু কেতু চন্দ্রে সূর্য্যে অবিরত এত ভালবাসে,
গ্রহ তারা দূরে গেলে বক্ষে নিতে ছুটে ছুটে আসে।
বুঝে নাক তারা তাহা মূর্খতায় তুলে কোলাহল,
রাহু কেতু সরে যায় নতমুখে সরমে কেবল।

তোমারে তেমনি আমি ভালবাসি দিবস শর্ব্বরী,
তোমারে ধরিতে বুকে তেমনিত ছুটে ছুটে মরি।
তুমি তাহা বোঝ নাক ভয়ে ভয়ে দূরে চলে যাও,—
গুমরিয়া মরি লাজে—একি হায় মূর্খতা দেখাও?

ভগবানের মার

এ বুকে আমার যাহারে ধরেছি
সেই দিয়ে গেছে আঘাত শত,
এ চোখে আমার যাহারে দেখেছি
তারি অপমানে নয়ন নত।
দুয়ারে দুয়ারে ছুটে ছুটে গেছি
লাঞ্ছিত হেয় জীবন লয়ে;
করে নাই কেহ তেমন আদর
আমার পরম আপন হ'য়ে।
ভাল মুখে কথা কহিয়া পেয়েছি
শতেক লোকের নিঠুর গালি,
সরল হাসির বিনিময়ে সবে
অপমানে দূর করেছে খালি।
নয়নের ধারা ফেলেছি লুকায়ে
কহি নাই তবু প্রাণের কথা;
সুখের সাগর মথিয়া তাদের
তুলি নাই মোর গরলব্যথা।
যারে ভেবেছিনু দরদী আপন
সেই হল পর জগৎ মাঝে,
পরিহাসে আজ কাঁদায় কেবল
উপহাসে তার বেদন রাজে।
বিশ্ববাসীর কোন দোষ নাই—
অপরাধী তারা কেহ ত নয়;
ভগবান্ যারে মেরে রাখে ভাই,
তারি দশা ভবে এমনি হয়।

সার্থকতা

দুঃখের তাপে শুষ্ক করেছ
　　জীবন আমার যখন, নিঠুর, তোমার বিশ্বমাঝারে,
হরষের রস যখন হরেছ
　　পূর্ণ এ মোর হৃদয়ের সাথে নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' তাহারে।

নীরস দারুর প্রয়োজন আছে
　　বুঝিবা তখন দুর্ব্বল জাতি সবলে গড়িতে গরবে,
আমার এ বুকে বুঝি তাল দিবে
　　শুনাতে তোমার জাগরণবাণী গুরুগম্ভীর আরবে।

তাই বুঝি মোরে করিয়াছ হেন
　　নিষ্ঠুর রূঢ় কর্কশ দৃঢ় লক্ষ আঘাত প্রদানি',
তাই বুছি মোরে শিখাতেছ নিতি
　　নব নব জ্বালা বেদনার প্রীতি মর্ম্ম তাহার বাখানি'।

জ্বলিবে হয়ত বুঝি কোন দিন
　　শুষ্ক নীরস জীবনকাণ্ড সর্ব্বদহন পুলকে,
উজ্জ্বল করি হয়ত দিবে এ
　　আঁধার বিশ্বনাট্য তোমার বুঝিবা কখন' আলোকে।

তাই যদি হয়, ধন্য মানিব—
　　দুঃখের তাপে শোষণ আমার সার্থক হবে জেন গো,
তাই যদি হয় এত আঁখিজল
　　মুছায়ে আবার বক্ষে এ মোর ক্রুদ্ধ আঘাত হেন গো।

তুচ্ছ আয়োজন

আমার যে ফুল নেয়নি কেহ বুকে,
অনাদরে দূর করেছে হায় ;
সেই ফুলেতে পূজ্‌ব তোমায় সুখে
সেই ফুলেতে ধর্‌ব পূজা পায়।
আমার যে গান কেউ শোনেনি, ওগো,
থামিয়ে দেছে যে সুর আমার সবে ;
সেই সুরেতে গাইব সে-গান জেনো,
শুনিয়ে তোমায় বিভোর কলরবে।
যে ভাষা মোর গুপ্ত ছিল মনে,
চায়নি কেহ শুন্‌তে যাহার কথা ;
সেই ভাষাতে গাঁথ্‌ব আমার বাণী,
তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে ব্যথা।
সারা দিনের যেটুক সময় মোর,
চায়না কেহ তাদের কলতানে ;
সেটুক সময় তোমার ধ্যানে, প্রিয়,
কর্‌ব যাপন আমার প্রেমের গানে।
ভালবাসার যেটুকখানি মোর
ছোঁয়নি কেহ ঘৃণ্য অযতনে ;
সেই টুকুগো তোমায় দেবো খালি
সেই টুকুতে বাস্‌ব ভাল মনে।
দুখ্‌ নিওনা সুখী হ'য়ো, ওগো,
আমার এসব তুচ্ছ আয়োজনে ;
আপন ব'লে সাহস করি দিতে,
পর হ'লে ত ভাব্‌তে হ'ত মনে।

আশঙ্কা

যে স্রোত বহিয়া যায়
সে কি আর আসে রে,
যে ফুল ঝরিয়া গেল
সে কি আর হাসে রে !

যে কথা বলিয়া ফেলি
সে কি আর ফিরে রে,
যে বায়ু বহিয়া গেল
সে কি ব'বে ধীরে রে !

যে নিশা কাটিয়া যায়
সে কি আর পাব রে,
যে গান গাহিয়া মরি
সে কি আর গাব রে !

যে পাতা ছিঁড়িয়া যায়
উঠে কি সে ফুটি' রে,
যে বঁধু চলিয়া গেল
ফিরিবে কি কুটীরে !

চলিতে চরণে বাজে

একি শৃঙ্খল জড়ালি প্রেমের বলিতে পারিনা লাজে,
ঘুরিতে ফিরিতে উঠিতে আমার চলিতে চরণে বাজে।
তোর কাছে কত ছুটে ছুটে যাই,
পরাণবেদনা নিয়ত জানাই,
সেদিকে কখন' দিস্ না ত কাণ—ব্যস্ত থাকিস্ কাজে,
প্রেমের শিকল এদিকে আমার চলিতে চরণে বাজে

শৃঙ্খলধ্বনি শুনিয়া হাসিস্—এমনি পাষাণ প্রাণ,
তারি তালে তালে গাহিয়া জানাস্ প্রাণের মধুর গান ;
আমি কেঁদে মরি পায়ে কত ধরি,
না শুনে সে কথা যাস্ ধীরে সরি',
বুঝে না বুঝিস্ শৃঙ্খলদাগে কি ব্যথা সেথায় রাজে,
দিবসে নিশীথে এদিকে আমার চলিতে চরণে বাজে

বন্দীর মত কাটাই জীবন তোর প্রেম-কারাগারে,
শৃঙ্খলভার পরাণ আমার আর কি বহিতে পারে ?
কাছেতে রবিনা দূরে দূরে যাবি,
আমারে টানিয়া কেবল বেড়াবি ;
একি তোর খেলা বুঝিতে পারি না সরল হৃদয়মাঝে,
উঠিতে বসিতে এদিকে শিকল চলিতে চরণে বাজে।

খুলে দে বাঁধন খুলে দে শিকল বহিতে পারি না আর,
ওরে ও পাষাণি চেয়ে দেখ্ পদে ঝরিছে রক্তধার ;
প্রেমের শিকল রুধিরে ভিজেছে,
তাই হেরি' কি রে হরষ জেগেছে ?—
আপনা ভুলিয়া তাই কি ছুটিস্ সাজিয়া মোহন সাজে,
সাথে সাথে যে রে এদিকে শিকল চলিতে চরণে বাজে।

দুরাশা

আমি জানি তোমারে পাবনা,
তবু আশা তবু চেয়ে থাকা ;
আমি জানি দিবেনা সান্ত্বনা,
তবু রহে অশ্রুজলে ডাকা।

এ যে মোর অনন্ত দুরাশা,
ওগো নাথ, ওগো প্রিয়তম,
এ যে দেখি তব ভালবাসা
মরুমাঝে পূতবারি সম।

চেয়ে চেয়ে আঁখি জ্বালা করে,
বুঝি নাক মরুর ছলনা ;
জানি নাক কতদিন পরে,
ভেঙে দিবে এমন বঞ্চনা।

ওগো প্রিয়, সাঙ্গ কর তব
প্রাণ লয়ে নিদারুণ খেলা ;
ওগো দেব, আর কত স'ব
এ জীবনে শত অবহেলা।

সদ্যোবিধবা মাতার প্রতি

তুই কেন মা অমন করে এক্‌লা বসে থাকিস্,
চোখের জলে ভিজিয়ে দিঠি কার কথাটি ভাবিস্ ?
কার তরেতে আকুল প্রাণে,
কেঁদে মরিস্ ব্যাকুল টানে,
দীর্ঘশ্বাসে নীরব স্বরে আজকে কারে ডাকিস্,
তুই কেন মা অমন করে এক্‌লা বসে থাকিস্ !

রঙিন সাড়ী পরিস্ নাক বল্ মা কেন আর,
মুখের হাসি পাঠিয়ে দিলি কোন্ সে বনের ধার ?
হাতের চুড়ি ফেল্‌লি খুলে,
নাকের নোলক রাখ্‌লি তুলে,
পরিস্ না মা আর ত ভুলে পের্‌জা-পতির হার,
বাবার দেওয়া গয়না যত ভুল্‌লি কথা তার !

সিঁথের সিঁদূর মুছ্‌লি কেন গঙ্গামাটি দিয়ে,
ভাঙ্‌লি কেন হাতের শাঁখা শিলের নোড়া নিয়ে ?
চুলের রাশি বাঁধিস্ নাক,
জট্ ধরেছে দেখিস্ নাক,
চিরুণ কাঁটা রইল কোথা খোঁজ নিবি না গিয়ে,
তেমন করে সাজ্‌বি না মা আল্‌তা পায়ে দিয়ে !

সাদা কাপড় মানায় নাক পরিস্ কেন থান,
গুল-বসান কাপড়খানা এতই কি হয় টান ?
বুড়ীর মতন দেখায় তোকে,
কেমন কেমন ঠেক্‌ছে চোখে,
সেমিজ সায়া পর্‌না মাগো নাচুক আমার প্রাণ,—
তেমনি করে শোনাই তোরে শিখিয়ে-দেওয়া গান।

মনের মানুষ

পদ্ম হল ভানুর
তাইত দেখি ভোরের বেলা,
বঁধুর আলো অঙ্গে মেখে
কর্‌লে সুরু মোহন খেলা।

কুমুদ হল চাঁদের রাণী
তাইত দেখি সন্ধ্যা এলে,
চাইবে ধীরে তারির পানে
টানা টানা চক্ষু মেলে।

ভ্রমর হল ফুলের প্রিয়
বসিয়ে তারে ধর্‌বে বুকে,
অধরসুধা তারেই দেবে
আকুল-করা অতুল সুখে।

ময়ুর নাচে মেঘটি দেখে
ছড়ায় পাখা তারির ডাকে,
প্রাণের প্রিয় সেই যে তারি
প্রণয় আশে কেবল হাঁকে।

চাতক পাখী ঊর্দ্ধে চেয়ে
বল্‌ছে হেঁকে—'ফটিক জল'।
একটি ফোঁটা তারির প্রিয়
শীতল হবে হৃদয়তল।

আগুন-ঝরা ফাগুন এলে
কোকিল সুরে মধুর গায়,
তারির গানে বিভোল প্রাণে
বইবে ধীরে দখিন বায়।

এম্‌নি তর যে যার ভবে
বেছেই নেছে আপন ধন.
এম্‌নি তর তাদের সাথে
মিশিয়ে আছে পরাণ মন।

কবির প্রিয় কোথায় কেগো
কেমন করে আজকে বাঁচি,
লুকিয়ে বুকে ভাবটি বলে,
'এই যে আছি—এই যে আছি'।

ফুলজনম

ফুলের মতন দিয়াছি বিলায়ে সব,
ফুলের সমান সহেছি সকল জ্বালা ;
অলির মতন তুলিনি কভু ত রব,
অলির সমান গাঁথিনি গানের মালা।

ফুলের মতন ফুটিয়া ছিনু ত বনে,
ফুলের সমান বিকায়ে দিয়েছি হৃদি ;
অলির মতন হরিনি সঙ্গোপনে,
অলির সমান লুটিনি পরের নিধি।

ফুলের মতন আদরে ধরেছি সবে,
ফুলের সমান করেছি অমিয় দান ;
অলির মতন আসিনি চটুল রবে,
অলির সমান করিনি পীযূষ পান !

ফুলের মতন নীরবে ঝরেছি তলে,
ফুলের সমান ফুরায়ে গিয়াছে মধু ;
অলির মতন ছলিনি কাহারে ছলে,
অলির সমান সাজিনি নিঠুর বঁধু।

ফুলের মতন চরণআঘাত সহি,
ফুলের সমান ধূলাতে লুটাই আজ ;
অলির মতন উড়িনা পুলকে কহি',
অলির সমান ধরিনা মোহন সাজ।

ফুলের মতন শুকায়ে যেন গো যাই,
ফুলের সমান ধূলিতে হইব ধূলি ;
অলির মতন যেন না শুনায়ে গাই,
অলির সমান হৃদয়ে যেনন৷ ভুলি।

তার হাতের লেখা

সে নেই,
আছে তার সেই
মধুর হাতের মধুর লেখা।
আমার অনেক শেখা
সেইটুকুতে হয়—
হাতে করে যখন নাড়ি কয় সে কথা কয়।

হায়, কতদিনের কথা !
একটু তফাৎ হয়েছিল ব'লে,
কেঁদে কেঁদে আঁখির জলে
ভাষার মধ্যে জানিয়েছিল ব্যথা।
পড়ি—পড়ি—চিঠিগুলো কেবল পড়ি,
বেদপুরাণের সকল বাণী যেন রয় সেথা ছড়াছড়ি

ওগো, পরের কাছে তুচ্ছ তা ;
আমার কাছে এসব চিঠি ফাল্‌তো বাজে কিছুই না।
আজ সে গেছে চলে,
সকল বাঁধন এড়িয়ে গেছে ছলে ;
কতদূরে—কোন্‌খানে,
মন তাহা নাহি জানে।

যখন পড়ি লেখার বাণী,
মনে হয় ডাক্‌ছে যেন সে ওরির মাঝে দিয়ে হাতছানি।
বেশ দেখ্‌তে পাই,
আকুল হয়ে ধর্‌তে যখন চাই,
হেসে হেসে
ধীরে ধীরে লেখার মাঝে মিলিয়ে যায় সে।

দিয়ে হাতছানি
এম্‌নি করে লেখার মাঝে ডাক্‌বে সে গো জানি;
কইবে কথা—
বুঝ্‌ব না তা।
রেখে গেছে যেটুক স্মৃতি হাতের লেখা দিয়ে,
সেইটুকুতে টান্‌বে আমায় বুকের ব্যথা নিয়ে।

চিঠিগুলোর মূল্য কত—
অঙ্ক কষে ঠিক পাবে না; রাজকোষে নাই রত্ন তত।
অতি যত্নে রেখেছি তাই;
তার কাছেতে যাবার আমার
এ ছাড়া আর
প্রবেশ পত্র নাই।

আমার ভালবাসা

আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?
মনের বনে ঘুর্‌তে তারে কেউ কি দেখেছ ?
গোপন ধ্যানে লুকিয়ে নিয়ে,
প্রেমের মধুর পরশ দিয়ে
পাগল হয়ে বিশ্বজগৎ কেউ কি ভুলেছ ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ !

বিরহে তার কেঁদে কেঁদে এখন হেসে ফেলি,
মনের আঁধার মণিকোঠায় হয় যে শত কেলি ;
আমার প্রেমের ঝর্ণাধারায়
অঙ্গসুবাস তার যে গড়ায়,
একটুখানি নিশানা তার কেউ কি পেয়েছ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?

আমার মুখে জোগায় বাণী ভাবের রাশি তার,
কথার ঝুমুর বাজিয়ে চলে ছন্দে বারংবার ;
আমায় নিয়ে ঘোরায় ফেরায়,
হাট বাজারে নাচায় বাজায় ;
একটুখানি সুরের বাহার কেউ কি শুনেছ ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?

আমার চোখের অশ্রুজলে যখন ভিজে যায়,
মোর দীর্ঘশ্বাসে সিক্ত বেণী শুকাতে সে পায়।
স্বপনে মোর ঢাকা থাকে,
মাঝে মাঝে জাগাই তাকে ;
অভিসারের সাজটি তাহার কেউ কি দেখেছ ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?

আমার আমি তলিয়ে গেছে লহরে তার আজ,
তারে দিয়ে আমায় তুলি এইত এখন কাজ ;
চুমোয় চুমোয় কোলাকুলি,
শিহর শুধু উঠ্‌ছে তুলি' ;
এম্‌নিতর চমক নিয়ে কেউ কি গেঁথেছ ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?

আমার মন-মৃগশিশু ছুটে ছুটে মরে,
তাই দেখে সে দৌড়ে এসে আমায় কোলে করে ;
জীবন নদীর কূলে কূলে,
আমায় বুকে নেয় সে তুলে ;
এম্‌নিতর মধুর খেলা কেউ কি খেলেছ ?
আমার মত তোম্‌রা ভাল কেউ কি বেসেছ ?

ভাষার রূপদান

সীতার বিরহে রাম কেঁদেছিল
রাজ প্রাসাদের নিভৃত কোণে,
কবির ভাষায় শুধু পড়ে গেছ
কোন দিন তাহা জাগেনি মনে।

অশোক-কাননে জনক-তনয়া
গুমরি' গুমরি' কাঁদিল যত,
কবির বাণীতে শুধু জেনে আছ
দেখনি অশ্রুপ্রবাহ শত।

বাল্মীকি মুনি তাইত আমারে
সৃজিয়া পাঠাল ধরার মাঝে,
কলির মানবে বুঝাতে এমন
ব্যথার উৎস হৃদয়ে রাজে।

আমার নয়নে ঝরে আঁখিজল
চির বিরহের বিধুর নামে,
(মোর) দখিন নয়নে কাঁদিতেছে রাম,
জনক-তনয়া কাঁদিছে বামে।

কবির ভাষায় রূপ প্রদানিতে
কাঁদিতে কাঁদিতে এসেছি ভবে,
জীবন ভরিয়া কাঁদিয়া যাইব
তবেত ভাষার অর্থ হবে।

যদি এমন হয়

যদি কখনো আমারে দেখ গো দয়াল
চলেছি অহঙ্কারে,
তুমি কঠিন ডাঙসে তখনি এ শির
নুয়ে দিও বারে বারে।
যদি আপন গরবে কখনো দেখ গো
স্ফীত এ বক্ষতল,
তুমি চরণআঘাতে চেপে দিও বুক
ফেলিব না আঁখিজল।
যদি আপনার মনে গেয়ে যাই দেখ
আমারি ব্যথার গান,
তুমি কণ্ঠ চাপিয়া দিও গো থামায়ে
তখনি শতেক তান।
যদি নিখিল বিশ্বে বঞ্চনা করি
ক্ষুদ্র হৃদয় নিয়া,
তুমি রক্ত চক্ষু দেখায়ে তখনি
কম্পিত ক'র হিয়া।
যদি তোমার সাথেতে চলিতে চলিতে
চপল চরণ ফেলি ;
তুমি আঘাতে আঘাতে তখনি শিক্ষা
দিও গো নয়ন মেলি'।
(কিন্তু) যদি সরল পরাণে প্রতারণা পাই
যাতনা তাহারি সাথে,
তুমি অন্তর দিয়া পূরায়ে দিও গো
ভালবাসি' দিনরাতে।

যেটুকু লুকান আছে

বজ্রআঘাতে কোমলতা আছে,
সেটুকু ধরিলে ফুলের পাশে,
কুসুমসুবাস ম্লান হয়ে যায়,
গরব তাহার নমিয়া আসে।

ফুলের বুকের কঠোরতা টুকু
যখন দাঁড়ায় চক্ষু মেলি',
বজ্র তখন নত হয়ে পড়ে
পারে না দাঁড়াতে তাহারে ঠেলি'।

পুরুষের হৃদে কোমলতা যবে
জেগে ওঠে ধীরে কাজের মাঝে,
নারীর বুকের পেলবতা টুকু
লুকায় তখন নীরব লাজে।

নারীহৃদয়ের নিঠুরতা যবে
নির্ম্মমরূপে দাঁড়ায় কাছে,
পুরুষ তখন ভয়ে কেঁপে মরে
ভস্ম সে হয় অনলে পাছে।

চুম্বনের পার্থক্য

ফুলকলি দেখে চেয়ে প্রভাতে কমল
ধীরে ধীরে আঁখি মেলে রবির চুম্বনে ;
আবার ঢলিয়া পড়ে স্বপন-বিহ্বল,
সূর্য্য যবে অস্ত যায় বিদায় লগনে।

কলির জাগিল সাধ, ওই মত হায়
চুম্বনে চুম্বনে নিত্য জাগিবে ঘুমাবে ;
অলির পাশেতে তাই প্রার্থনা জানায়,
অলি যেন তার আশা সকলি পূরাবে।

মধুলোভে মত্ত অলি স্বার্থপর হিয়া,
ভুলাইল ক্রুর ছলে ফুলকলিপ্রাণ ;
মহানন্দে কলিমুখ চুমিয়া চুমিয়া
দলিতে লাগিল হৃদি নিঠুর সমান।

দিবারাত্র চাহি' চাহি' ক্লান্ত ফুল শেষে,
ঘুমাইতে চায় সদা অলির চুম্বনে ;
অলি আসে -মরে ফুল তারে ভালবেসে,
পারে না মুদিতে আঁখি পূর্ণ জাগরণে।

চুম্বনে চুম্বনে অলি আপন কামনা
পূরাইয়া চলে সুখে দলি' ফুল হিয়া ;
কুসুমের বুকে জাগে করুণ যাতনা,
নীরবে কাঁদিয়া মরে চাহিয়া চাহিয়া।

এদিকেতে রবিকরে প্রভাতে সন্ধ্যায়
পদ্ম জাগে, ঢলে পড়ে চুম্বনে শিহরি' ;
চেয়ে চেয়ে দেখে ফুল গোপন ব্যথায়,
রূপহীন সৌরভেতে রাখে তা' আবরি'।

একদিন ঝরে ফুল—সাধে পড়ে ছাই,
বাতাসে তাহার বাণী ভাসে অতঃপর ;
'যে-চুম্বনে ব্যথা জাগে অলি জানে তাই,
যে-চুম্বনে সুখ আছে জানে তা ভাস্কর'।

অভিলাষ

যদি শ্যামের মত রসিক নাগর বঁধু
মোর জীবন ব্রজে খুঁজিয়া কভু গো পাই,
আমি গোপীর মত সাজিয়া গোপন বধূ
তার কুঞ্জমাঝে যাপিতে যামিনী যাই।

যদি শ্যামের মত বাজায়ে মধুর বাঁশী
কেহ কদমমূলে অমনি দাঁড়ায়ে থাকে,
আমি গোপীর মত তেয়াগি' সরমরাশি
সদা ছুটিয়া চলি নয়নে দেখিতে তাকে।

যদি শ্যামের মত যমুনাপুলিনে হায়
কেহ মোহন বেশে নূপুর বাজায়ে চলে,
আমি গোপীর মত মরমে মরিয়া প্রায়
সেথা বসিয়া থাকি গাগরী-ভরণ-ছলে।

যদি শ্যামের মত মধুর প্রেমিক হিয়া
কেহ আনিয়া ভ্রমে আমার আঙিনাপাশে,
আমি গোপীর মত কুলেতে কালিমা দিয়া
তারে জড়ায়ে ধরি অসীম সুখের আশে।

যদি শ্যামের মত অধরপরশে আজি
কেহ চুমিতে চাহে আমারে ধরিয়া বুকে,
আমি গোপীর মত এখুনি তাহাতে রাজী
মোর সকল মান ডুবাতে শিহরসুখে।

যদি শ্যামের মত দরদী বঁধুয়া জনে
মোর জীবনব্রজে কখনো কাহারে পাই,
আমি গোপীর মত মিলিতে তাহার সনে
শত হরষভরে ছুটিয়া চলিয়া যাই।

বিদায় প্রার্থনা

বন্ধু, আসিয়াছি আজ বিদায় লভিতে—
দিবে না বিদায় ?
আজো কিগো আঁখি জলে বাঁধিয়া রাখিবে
মিলনকারায় ?
হয়েছে ত বহু খেলা, বহু রাগারাগি
মোদের মাঝারে,
কত মান অভিমান হইয়াছে হায়
কথার প্রহারে।
গলা ধরে খোলা হাসি তাও হাসিয়াছি
আছে সবি মনে ;
আজো সুখশিহরণ ভুলি নাই, সখা,
অধরচুম্বনে।

আজ যাব, চলে যাব—র'ব নাক আর
তোমার সভায়,
অনুমতি মাগি শুধু সজল নয়নে—
বিদায়—বিদায়।

ভালোবাসা যেটুকু দিয়াছি—সেইটুকু
মনে রেখো ভাই,
অনাদর অযতন যদি করে থাকি
ভুলো তা' সদাই।
জীবনের কোলাহলে শত কটু কথা
হয়ত কহেছি,
খেলাছলে গালগাল দোঁহে দুজনায়
হয়ত দিয়েছি।

সখা বলি ক্ষমা ক'র রেখো না তা মনে
মিনতি আমার ;
করজোড়ে ভিক্ষা মাগি এইটুকু আজ
কাছেতে তোমার।
আজ খেলা ভেঙে গেছে—সুদূরের ডাক
ডাকিছে আমায় ;
হাসিমুখে দাও, সখা, সরল পরাণে
বিদায়—বিদায়।

এই বুকে দাও, প্রিয়, শেষ আলিঙ্গন
লভিয়া তা যাই ;
এই মুখে দাও, সখা, বিদায়চুম্বন—
আর দেরী নাই।
থাক সুখে সংসারেতে করি এ প্রার্থনা
দুখ জ্বালা ভুলি',
মাঝে মাঝে শুধু যেন মোর স্মৃতিটুকু
বুকে ওঠে দুলি'।
জীবনের পরপারে যদি দেখা হয়
শুধাব কুশল ;
এমনি বুকেতে ধরি' তোমারে তখন
কহিব সকল।
লক্ষ্মীছাড়া মোর স্থান তোমার পাশেতে
শোভা নাহি পায় ;
অনুমতি দেহ, সখা, আজি চলে যাই—
বিদায়—বিদায়।